রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ২৫, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ শ্রাবণ ১৪২৯/২৫ জুলাই ২০২২

নং-০৩.১৪.২৬৯২.৮৭৭.৯৯.০৮৭.২০২২-৪০৫—দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার প্রেক্ষিতে শ্রমশক্তিকে কর্ম-জগতের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলা, বেকারত্ব লাঘব করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কার্যকর অ্যাপ্রেন্টিসশীপ ব্যবস্থা শ্রমবাজারের দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈশ্বিক বাণিজ্যে প্রতিযোগীতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করে কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ৬(১)(জ) অনুযায়ী শিল্পসংযুক্তি শক্তিশালী করার জন্য অ্যাপ্রেন্টিসশীপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রকৃত কর্মপরিবেশে কাজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মপরিসরে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগসহ অন্যান্য সম্পৃক্ত বিষয়াবলি বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি ৫(৩) এবং ৫(৪) মোতাবেক 'অ্যাপ্রেন্টিসশীপ গাইডলাইন-২০২২' জারি করা হলো।

০২। জনস্বার্থে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই গাইডলাইন জারি করা হলো। এই গাইডলাইন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দুলাল কৃষ্ণ সাহা
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ গাইডলাইন ২০২২

১। ভূমিকা:

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর অন্যতম। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধি ৫.০৫% হলেও করোনার পূর্ববর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮.১৫%। এদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে কম উৎপাদনশীল খাত থেকে অধিকতর উৎপাদনশীল খাতের দিকে যাচ্ছে এবং মানব ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সূচিত হয়েছে অগ্রগতি। দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রেখে ইতোমধ্যে সংগঠিত প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তন বিশেষত অটোমেশন, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও এলডিসি উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম অনুষঙ্গ হলো শ্রমশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তোলা। প্রতিবছর প্রায় ২২ লক্ষ যুবা শ্রমবাজারে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এদের মধ্যে ১৫-২৯ বছর বয়সসীমার ২৯.৮% শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ বঞ্চিত অর্থাৎ NEET (Not in Education,Employment and Training) এর অন্তর্ভুক্ত[১]। ১৫ এবং তদূর্ধ্ব বয়সের সর্বমোট কর্মরত জনগোষ্ঠীর ৮৫.১% অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে এবং ১৪.৯% প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরত[১]। অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরতসহ শ্রমবাজারের নতুন করে আগমনকারীদের বাস্তব কর্ম-পরিবেশে কাজ করার প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। দেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অপর্যাপ্ত ভৌত-অবকাঠামো, ইক্যুইপমেন্ট এবং প্রশিক্ষকের ব্যাপক ঘাটতির পাশাপাশি প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ার লক্ষ্যে শিল্পে বাস্তব কর্ম-পরিবেশে কাজের মাধ্যমে শ্রম শক্তিকে কর্ম উপযোগী করে গড়ে তুলতে শিক্ষানবিশি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্প ও সেবা খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষানবিশি একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা শিক্ষানবিশি ব্যবস্থায় শিল্প মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি শিক্ষানবিশি যোগ্য পেশায় বা বৃত্তিতে ধারাক্রমে পূর্বনির্ধারিত কোনো মেয়াদের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে বা দেয়ার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত থাকেন এবং উক্ত মেয়াদকালে শিক্ষানবিশ মালিকের অধীনে চুক্তি মোতাবেক প্রশিক্ষণ গ্রহণে বাধ্য থাকে। শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও চাকরিদাতার তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে সম্পন্ন হয় বলে প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মীদের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। ফলে এটি একদিকে যেমন শিক্ষানবিশদের কাজ পাবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় তেমনি অন্যদিকে শিল্পকারখানায় অব্যাহতভাবে চাহিদা মোতাবেক দক্ষ কর্মী সরবরাহে সহায়তা করে।

কার্যকরী শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হলে শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রতিযোগীতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৈদেশিক শ্রমবাজারে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কর্মক্ষম জনগণের দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন, সংস্কার, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয়ের প্রয়োজনে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) গঠন করেছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করেছে। বিধিমালার ৫(৩) বিধিতে এনএসডিএ কর্তৃক শিল্প সংযুক্তি বা শিক্ষানবিশি গাইড প্রণয়ন ও ৫(৪) বিধিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রশিক্ষণ চলাকালীন এবং প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারিত নিরীক্ষক দ্বারা দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২। শিরোনাম:

এই গাইডলাইনটি 'অ্যাপ্রেন্টিসশীপ গাইডলাইন-২০২২' নামে অভিহিত হবে।

৩। গাইডলাইনের প্রয়োগ:

গাইডলাইনটি এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা দুই বছরের অধিককাল যাবৎ চালু আছে, যাতে অন্যূন পঞ্চাশ জন কর্মী নিযুক্ত আছেন এবং যাতে শিক্ষানবিশি যোগ্য পেশায় অন্যূন পাঁচ জন কর্মীর শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

৪। কার্যকারিতা:

গাইডলাইনটি সকল সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত, ইনফরমাল সেক্টর ও এনজিও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫। উদ্দেশ্য:

গাইডলাইনটির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণকে কর্ম-জগতের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলা, বেকারত্ব লাঘব করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন এর জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নির্দেশনা প্রদান করা। গাইডলাইনটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

ক. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ ব্যবস্থাপনা, নিবন্ধন, তত্ত্বাবধান এবং প্রত্যয়নের জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা;

খ. দেশে অভ্যন্তরে প্রাপ্য কর্মসংস্থানের সুযোগকে অ্যাপ্রেন্টিসশীপের সাথে যুক্ত করা;

গ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপের সুযোগ বৃদ্ধিতে চাকরিদাতাদের উৎসাহিত করতে যথাযথ কৌশল এবং প্রণোদনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ঘ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপে অংশগ্রহণের জন্য তরুণদের উৎসাহিত করা;

ঙ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ তহবিল, সমন্বয় ও মূল্যায়নে অংশীজনদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা;

সূত্র: ১। বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে-২০১৬-১৭

চ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নকারী সকল অংশীজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংলাপের একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া স্থাপন করা;

ছ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কর্মসূচির গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

জ. অ্যাপ্রেন্টিসদের অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়নের জন্য সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (Competency based Training and Assessment) অনুসরণ করা;

ঝ. যুবদের প্রকৃত কর্ম পরিবেশে বিকল্প পদ্ধতিতে (Alternative Mode) কাজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মপরিসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা;

ঞ. কর্মক্ষেত্রে / শ্রমবাজারে জনশক্তির প্রয়োজন মেটানো;

ট. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ উৎসাহিত ও জোরদার করা;

ঠ. বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করা; এবং

ড. যুবদের আত্মবিশ্বাসী, সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল এবং কর্মের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

৬। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকলে এ গাইডলাইনে—

ক. **'অ্যাপ্রেন্টিসশীপ'** অর্থ এমন একটি দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি/ নিয়োগকারী এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নিয়োজিত করার জন্য চুক্তি করে তাঁদেরকে শিল্প ও বেসিক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে পদ্ধতিগতভাবে কোনো একটি পেশায় পূর্বনির্ধারিত সময়কালের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে;

খ. **'অ্যাপ্রেন্টিস'** অর্থ শিক্ষানবিশি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি;

গ. 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়তত্তশাসিত, বেসরকারি, এনজিও পরিচালিত এবং রফতানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত একক বা যৌথ মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান যা দুই বছরের অধিককাল যাবৎ চালু আছে; যাতে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মী নিযুক্ত আছেন এবং অন্যূন ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষানবিশকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে;

ঘ. 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

ঙ. **'অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশা'** অর্থ এমন কোনো পেশা বা বৃত্তি যা অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশা বলে ঘোষণা করে;

চ. **'মালিক/নিয়োগকারী'** অর্থ এমন ধরনের সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, এনজিও পরিচালিত এবং রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত একক বা যৌথ মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারি বা তাঁর বা তাঁদের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;

ছ. 'বেসিক ট্রেনিং' অর্থ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার পূর্বে যারা কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ/ দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি তাদের জন্য অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে অপরিহার্য প্রশিক্ষণ। এটি অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশার জেনেরিক অংশ। এ প্রশিক্ষণের মেয়াদ সমগ্র প্রশিক্ষণ মেয়াদের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ;

জ. **'বেসিক ট্রেনিং প্রভাইডার'** অর্থ কর্তৃপক্ষের আওতায় নিবন্ধিত স্কিলস ট্রেইনিং প্রভাইডার (এসটিপি) যারা বেসিক ট্রেনিং প্রদান করবে;

ঝ. 'অন-দ্যা-জব ট্রেইনিং' অর্থ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তব-কর্ম-পরিবেশে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশায় প্রদত্ত প্রশিক্ষণ;

ঞ. 'বেতনভুক্ত অ্যাপ্রেন্টিস' অর্থ এমন অ্যাপ্রেন্টিস যাকে মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি কোনো অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশায় পূর্ব নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে চুক্তি করে; যিনি উক্ত সময়ের জন্য মালিকের অধীনে থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন এবং প্রশিক্ষণকালীন সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্ত হন;

ট. 'স্বাধীন অ্যাপ্রেন্টিস' অর্থ এমন অ্যাপ্রেন্টিস যাকে মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি কোনো অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশায় পূর্বনির্ধারিত সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে চুক্তি করে; যিনি উক্ত সময়ের জন্য মালিকের অধীন থেকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন তবে প্রশিক্ষণকালের জন্য কোনো ভাতা প্রাপ্ত হন না। এ ধরনের অ্যাপ্রেন্টিসরা প্রশিক্ষণ চলাকালীন উৎপাদন বা সেবা কর্মে যে শ্রম প্রদান করেন তার বিনিময়ে মালিকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন; এবং

ঠ. 'শিল্প দক্ষতা পরিষদ বা ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি)' অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত এবং কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ২৮ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত এক বা একাধিক সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন এবং উক্ত সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত শিল্প খাতের সংস্থা।

৭। অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের সুবিধা:

৭.১ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ ব্যবস্থার সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

ক. মানসম্মত অভিজ্ঞতামূলক প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এটি একটি অন্যতম প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

খ. এটি দেশের শিল্প ও প্রশিক্ষণ বাস্তুতন্ত্রের (ecosystem) সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যা শিক্ষানবিশদের দক্ষ হতে সহায়তা করে।

গ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ ব্যবস্থা অ্যাপ্রেন্টিসদের দক্ষতা অনুশীলনের জন্য বাস্তব সুযোগ প্রদান করে যা তাঁদেরকে প্রকৃতকর্ম-পরিবেশে কাজ করার জন্য আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে।

ঘ. শিল্প প্রতিষ্ঠানের দক্ষ জনবলের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এটি একটি কার্যকর ব্যবস্থা।

সার্বিকভাবে নিয়োগকারী/মালিক এবং অ্যাপ্রেন্টিসরা নিম্নবর্ণিত সুবিধা পেয়ে থাকেন:

৭.২ নিয়োগকারীর/মালিকের সুবিধা:

ক. উচ্চতর পর্যায়ের দক্ষকর্মী নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয় যা শিল্প ও সেবাখাতের ব্যবসা প্রসারে সহায়তা করে;

খ. নমনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যা সুবিধাজনক সময়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের কার্যকরী দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করে;

গ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কর্মীদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হলে নিয়োগ পরবর্তী কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য মালিক/নিয়োগকারীর নিজস্ব ব্যয় হ্রাস পায়;

ঘ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বাস্তব-কর্ম-পরিবেশে স্বতঃস্ফর্তভাবে কাজ করতে সক্ষম হওয়ায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের অব্যবহিতির পর থেকেই তাঁরা কাজ করতে সক্ষম হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, ব্যয় হ্রাস পায় এবং বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; এবং

ঙ. প্রশিক্ষণে ব্যয়িত অর্থের ট্যাক্স মওকুফ ও প্রশিক্ষণ ফি বাবদ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৭.৩ অ্যাপ্রেন্টিসদের সুবিধা:

ক. শেখার সময় উপার্জনের সুযোগ- বেতনভুক্ত অ্যাপ্রেন্টিসরা ভাতা সাপেক্ষে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণে যুক্ত হন এবং প্রশিক্ষণ মেয়াদে উচ্চতর দক্ষতা প্রদর্শ সাপেক্ষে তাঁদের ভাতার বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এজন্য অ্যাপ্রেন্টিসশীপ-এর সময় দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে অর্থ উপার্জনেরও সুযোগ থাকে।

খ. স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জন- অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ নির্দিষ্ট মেয়াদ ও স্তর-ভিত্তিক হয়। সাধারণত এর প্রতিটি স্তর নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রতিটি স্তরের মেয়াদ শেষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অ্যাসেসমেন্ট এর মাধ্যমে যোগ্যতা সনদ প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। ভবিষ্যতে এটি নিয়োগকারীদের নিকটে প্রদর্শনের মাধ্যমে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সমাপ্তকারী অ্যাপ্রেন্টিসদের নিয়োগযোগ্যতা সৃষ্টি করে।

গ. সম্মান/মর্যাদা অর্জন-অ্যাপ্রেন্টিস কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় কাজের দায়িত্ব নিতে, বাস্তব-কর্মপরিবেশে আচরণ এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে এটি তাকে আত্মবিশ্বাসের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে সহায়তা প্রদান করে যা তার সম্মান/মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

ঘ. তত্বাবধায়ক/সুপারভাইজার থেকে সহায়তা প্রাপ্তি- অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অ্যাপ্রেন্টিসদের জন্য তত্বাবধায়ক/ সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়। অ্যাপ্রেন্টিসরা অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশার সকল কার্যক্রমে তত্বাবধায়ক/ সুপারভাইজারদের থেকে সার্বিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

ঙ. বাস্তবকর্ম-পরিবেশে অভিজ্ঞতা (Real life experience) অর্জন- অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রমে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশায় বাস্তব-কর্ম-পরিবেশে প্রকৃত কাজের উপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকে বলে শিক্ষানবিশরা তাঁদের সহকর্মীদের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে নিজেদের বাস্তব কর্মপযোগী করে গড়ে তোলার সুযোগ পান এবং বাস্তব কাজের সাথে সঠিকভাবে খাপ খেয়ে নিতে পারেন।

চ. নিয়োগ যোগ্যতার উন্নতি- অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণকালে অ্যাপ্রেন্টিসরা তাঁদের নির্বাচিত পেশায় বাস্তব কর্ম-পরিবেশে প্রকৃত কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে ভবিষ্যতে অন্য প্রতিষ্ঠানেও নিজেদের নিয়োগযোগ্য করে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

ছ. পরিচয় স্বীকৃতি- অ্যাপ্রেন্টিসদের সাধারণ শ্রেণিকক্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মতন পরিচয়পত্র ইস্যু করা হয়, যার মাধ্যমে সে দেশে প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে।

জ. উচ্চতর দক্ষতা উন্নয়ন- অ্যাপ্রেন্টিসরা অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশার (Occupation) পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পায় যা' উচ্চতর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ঝ. আর্থিক উপার্জনের সম্ভাবনা উন্মোচন- একটি উন্নত অ্যাপ্রেন্টিসশীপ ব্যবস্থা স্তরভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে সহায়ক বলে এটি অ্যাপ্রেন্টিসদের জীবন-ব্যাপি আর্থিক উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

ঞ. ছুটি- অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ চলাকালে অ্যাপ্রেন্টিসরা সাধারণ ছুটি ভোগ করবে এবং ছুটিকালীন সময়ের জন্য আর্থিক সুবিধাদী বলবৎ থাকবে।

৮। অ্যাপ্রেন্টিসদের যোগ্যতা:

ক. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

খ. বয়স ন্যূনতম ১৬ বৎসর হতে হবে;

গ. শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ্য সকল নারী ও পুরুষ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন;

ঘ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হলে তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধীরাও এ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে; এবং

ঙ. প্রার্থীকে ৮ম শ্রেণি বা সমমান অথবা ন্যূনতম বাংলা, ইংরেজি পড়তে ও লিখতে পারা, বেসিক (মূল) গণিত অর্থাৎ সাধারণ যোগ, বিয়োগ, পুরণ, ভাগ, পরিমাপ হিসাব করতে পারা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিজিটাল লিটারেসি থাকতে হবে অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত চ্যালেঞ্জ টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে। উল্লেখ্য যে, অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশার ভিত্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

৯। অ্যাপ্রেন্টিস বাছাই:

মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি/নিয়োগকারী অ্যাপ্রেন্টিস বাছাইয়ের সময় নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন:

ক. ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠন করবে। কমিটিতে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/সুপারভাইজার, শিল্প দক্ষতা পরিষদ প্রতিনিধি, চেম্বার অব কমার্স এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর প্রতিনিধি রাখতে হবে;

খ. বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠান বা তার নিকটতম জনসমাগমস্থলে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশায় অ্যাপ্রেন্টিস গ্রহণের বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা নেবে এবং কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞাপনের বিষয়টি অবহিতকরণসহ কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনটি কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট শিল্প দক্ষতা পরিষদ/ চেম্বার অব কমার্সের ওয়েব সাইটসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে বিজ্ঞাপনটি প্রচারের অনুরোধ জানাবে।

গ. অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রার্থীর মেধা ও সংশ্লিষ্ট পেশার (Occupation) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করতে হবে;

ঘ. অ্যাপ্রেন্টিস বাছাইয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারী ও প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

ঙ. যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ও অনুমোদিত লিখিত পরীক্ষা/চ্যালেঞ্জ টেস্ট গ্রহণ করতে হবে;

চ. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তালিকা প্রকাশপূর্বক কর্তৃপক্ষকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ অবহিত করতে হবে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে সাক্ষাৎকার এবং নির্বাচনে উপস্থিত থাকার জন্য কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন;

ছ. সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্পন্ন করে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ এর জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে;

জ. তালিকাভুক্ত অ্যাপ্রেন্টিসদের শারীরিক ও মানসিক উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি/নিয়োগকারী অ্যাপ্রেন্টিসদের নিকট হতে ন্যূনতম ফি গ্রহণপূর্বক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন; এবং

ঝ. স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্যদের সাথে তফসিলে বর্ণিত ফরম-১ অনুসারে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত ফরম/ চুক্তিনামা অনুসারে চুক্তি সম্পন্ন করার নিমিত্ত যোগ্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবেন এবং তালিকার একটি কপি কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করবেন।

১০। অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চুক্তি ও নিয়োগ:

ক. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশায় নিয়োগের প্রারম্ভে মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি/নিয়োগকারী ও অ্যাপ্রেন্টিস তপশিলে বর্ণিত ফরম-১ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত ফরম এর মাধ্যমে একটি চুক্তি সম্পাদন করবেন যা অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চুক্তি নামে অভিহিত হবে এবং উভয় পক্ষ চুক্তির শর্তাবলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন;

খ. অ্যাপ্রেন্টিসদের বয়স ১৮ বছরের কম হলে তার পিতা/ মাতা/ আইনগত অভিভাবক অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন;

গ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চুক্তিপত্রের তিন কপি হবে; মালিক ও অ্যাপ্রেন্টিস একটি করে তাদের নিকট রাখবেন এবং অন্য একটি কপি রেকর্ডভুক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হবে।

১১। অ্যাপ্রেন্টিসশীপ এর ধরণ ও মেয়াদ:

১১.১ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ নিম্নবর্ণিত দুইটি ধরন এর সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হবে:

ক. বেসিক ট্রেনিং: বেসিক ট্রেনিং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এতে জ্ঞানভিত্তিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে পেশাভেদে ০১(এক) মাস ০৬(ছয়) মাস। শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের ২০-২৫ ভাগ মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

খ. বাস্তব কর্ম-পরিবেশে প্রশিক্ষণ: অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানে বাস্তব কর্ম-পরিবেশে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ০৬ (ছয়) মাস হতে ০২(দুই) বছর হতে পারে অথবা এটি চুক্তি দ্বারাও নির্ধারিত হতে পারে।। শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের ৮০-৭৫ ভাগ প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হবে।

১১.২ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ প্রদানে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

ক. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তৈরীকৃত ও অনুমোদিত কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে;

খ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে কম্পিটেন্সি বেজড ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি এবং জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং শিল্প দক্ষতা পরিষদের সহায়তায় শিল্পের চাহিদা পূরণে সক্ষম এরূপ কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

গ. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড তৈরী করা হলে তা অবশ্যই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

ঘ. প্রশিক্ষণ প্রদানকালে কর্মক্ষেত্রের চাহিদার নিরীখে প্রশিক্ষণ কোর্সে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে বা পরিবর্তন করা হলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

১১.৩ কোনো অ্যাপ্রেন্টিস যদি ১১.১ এ বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে কাঙ্খিত দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং ব্যর্থতা যদি অসুস্থতা বা অনিবার্য কারণবশত হয় তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অ্যাপ্রেন্টিসের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে।

১১.৪ কোনো অ্যাপ্রেন্টিস চুক্তিভুক্ত হওয়ার পূর্বে কোনো সরকারি বা স্বীকৃত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কিছুকালের জন্য পদ্ধতিগত বৃত্তিমূলক বা কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশায় সনদধারী হলে তাঁর জন্য অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের মেয়াদ হ্রাস করা যাবে তবে কোনক্রমেই উক্ত হ্রাসের মেয়াদ মোট সময়সীমার অর্ধেকের বেশী হবে না। এরূপ মেয়াদ হ্রাসের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১২। প্রবেশনকাল:

প্রত্যেক অ্যাপ্রেন্টিস চুক্তি মোতাবেক প্রবেশনকাল সম্পন্ন করবেন। উক্ত সময় সীমার মধ্যে মালিক বা নিয়োগকারী/নিয়োগকারী ইচ্ছা করলে এক সপ্তাহের নোটিশ প্রদানপূর্বক কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণসহ অ্যাপ্রেন্টিসশীপের সমাপ্তি ঘটাতে পারবেন।

১৩। কর্মঘন্টা:

ক. অ্যাপ্রেন্টিসদের দৈনিক প্রশিক্ষণের কর্ম ঘন্টা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চাকরীতে নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের অনুরূপ হবে; তবে, অ্যাপ্রেন্টিসশীপ এর মোট কর্ম ঘন্টা ও দিনকে স্থির রেখে প্রয়োজনের নিরিখে অ্যাপ্রেন্টিসদের কর্ম ঘন্টা ও সময়কাল নমনীয় রাখা যেতে পারে;

খ. অ্যাপ্রেন্টিসদের প্রশিক্ষণের জন্য অতিরিক্ত সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে না। তবে, অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ উন্নয়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এরূপে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এক্ষেত্রে মালিক ও অ্যাপ্রেন্টিসদের মধ্যে একটি পারস্পরিক স্বাক্ষরিত সম্মতিপত্র থাকতে হবে।

১৪। অর্থসংস্থান:

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ সমন্বয় ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা-২০১৯ এর ৫(জ) অনুযায়ী জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) ফান্ড হতে অর্থায়ন করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিজস্ব অর্থায়ন ছাড়াও কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) ফান্ড, প্রকল্প সহায়তা, উন্নয়ন সহযোগী হতে প্রাপ্ত অর্থ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করতে পারবে।

১৫। প্রশিক্ষণ ভাতা:

১৫.১ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চলাকালীন প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি স্বাধীন অ্যাপ্রেন্টিস ব্যতীত অন্যান্য অ্যাপ্রেন্টিসদের সাথে চুক্তি মোতাবেক নিম্নোক্তভাবে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করবেন:

ক. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ এর প্রথম বছর: অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশার সমস্তরে নিযুক্ত স্থায়ী কর্মীর বেতন স্কেলের নিম্নতম ধাপের মজুরীর ৫০%;

খ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ এর দ্বিতীয় বছর: অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশার সমস্তরে নিযুক্ত স্থায়ী কর্মীর বেতন স্কেলের নিম্নতম ধাপের মজুরীর ৬০%;

১৫.২ উপবিধি ১৬ (১) উল্লিখিত ভাতা ছাড়াও মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি যে কোনো অ্যাপ্রেন্টিসকে প্রশিক্ষণে উত্তম অগ্রগতির জন্য স্বেচ্ছায় তাকে উচ্চতর হারে ভাতা বা অন্যান্য উৎসাহপ্রদ পুরস্কার প্রদান করতে পারবেন;

১৫.৩ প্রশিক্ষণকালীন সময়ে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে ব্যর্থ হলে কোনো অ্যাপ্রেন্টিস যে স্তরে অবস্থান করবেন তিনি সেই স্তরের জন্য প্রযোজ্য হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্ত হবেন; এবং

১৫.৪ স্বাধীন অ্যাপ্রেন্টিসগণ কোনো প্রশিক্ষণ ভাতা পাবেন না। প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চলাকালে তাঁদের দেয় শ্রম মূল্যই মালিকের জন্য আর্থিক প্রণোদনা হিসাবে বিবেচিত হবে যা নির্দিষ্ট অংশ দ্বারা মালিকগণ প্রশিক্ষণের ব্যয় নির্বাহ করবেন।

১৬। বিমা সুবিধা:

প্রতিষ্ঠানের নিয়মিতভাবে নিয়োজিত কর্মীগণ বিমা সুবিধার আওতাভুক্ত থাকলে মালিক অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণকালীন দৈব-দুর্ঘটনা এবং পেশাগতকারণে আহত হওয়ায় সৃষ্ট আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসকল্পে অ্যাপ্রেন্টিসদেরও স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও চিকিৎসা বিমার আওতাভুক্ত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। অ্যাপ্রেন্টিসদের প্রদেয় ভাতার অংশ থেকে বিমার অর্থসংস্থান করা হবে। স্বাধীন শিক্ষানবিশদের ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রমমূল্যের একটি অংশ মালিকগণ বিমার অর্থসংস্থানের জন্য ব্যয় করবেন।

১৭। প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ:

চুক্তিভুক্ত অ্যাপ্রেন্টিসদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, নির্ধারিত পোশাক, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, বইপুস্তক, কাঁচামালসহ সকল ভৌত সুযোগ সুবিধাদি মালিক সরবরাহ করবে। মালিক নিজস্ব অর্থায়ন বা অন্য কোনো উৎস হতে অর্থায়নের মাধ্যমে এরূপ ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে।

১৮। বেসিক ট্রেনিং প্রদান:

মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে:

ক. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসারে কোনো মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি /নিয়োগকারী এককভাবে অথবা দুই বা ততোধিক মালিক যৌথভাবে অ্যাপ্রেন্টিসদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন;

খ. বেসিক ট্রেনিং চলাকালীন অ্যাপ্রেন্টিসদের ভাতা সুবিধা অব্যাহত থাকবে;

গ. যৌথভাবে মৌলিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মালিকগণ তাঁদের নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে ব্যয় বহন করবেন; এবং

ঘ. অ্যাপ্রেন্টিসদের বেসিক ট্রেনিং প্রদানের জন্য মালিক বেসিক ট্রেনিং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এর সাথে পারস্পরিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। চুক্তিতে প্রশিক্ষণের সময়, প্রশিক্ষণের উপকরণাদি সরবরাহ, প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান, ব্যয় নির্বাহ কীভাবে হবে এবং কীভাবে ব্যয় পরিশোধ করা হবে প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ থাকবে।

১৯। অ্যাপ্রেন্টিস বদলি:

কোনো অ্যাপ্রেন্টিসকে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এক মালিকের প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য মালিকের প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সমপেশায় মালিকদের এবং অ্যাপ্রেন্টিসদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বদলি করা যাবে।

২০। অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশা পরিবর্তন:

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের স্বার্থে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে একজন অ্যাপ্রেন্টিস তাঁর মূল পেশা পরিবর্তন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অ্যাপ্রেন্টিসের সাথে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২১। মেয়াদপূর্তির পূর্বে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের অবসান:

প্রবেশনকাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই যুক্তিসংগত কারণে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সংক্রান্ত চুক্তির শর্ত ও গাইডলাইন মেনে চলতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ অপারগ হলে কোনো অ্যাপ্রেন্টিসের অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের অবসান করা যাবে।

২২। আপীল:

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি/নিয়োগকারী এবং অ্যাপ্রেন্টিসদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে পারস্পরিক চুক্তির শর্তানুসারে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিরোধ নিস্পত্তিতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষের নিকট বিরোধ নিস্পত্তির জন্য আপীল করা যাবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৩। নিস্পত্তি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা:

এই গাইডলাইনের অধীন কোনো বিষয় নিস্পত্তি, কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কোনো মালিক, বেসিক ট্রেনিং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা অ্যাপ্রেন্টিস ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হলে এ গাইডলাইন এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্তানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২৪। প্রশিক্ষণ সমন্বয় ও বাস্তবায়ন:

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম সমন্বয় ও বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ একটি অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সমন্বয় ও বাস্তবায়ন সেল স্থাপন করবে। কর্তৃপক্ষ স্বীয় বিবেচনা ও প্রয়োজনের নিরিখে প্রতিষ্ঠান, বেসিক ট্রেনিং প্রভাইডার, শিল্প দক্ষতা পরিষদ, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এনএইচআরডিএফ ফান্ড এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি 'সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করবে। এ কমিটি কর্তৃপক্ষকে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সংক্রান্ত বিষয়সমূহে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবে।

২৫। মালিকের/নিয়োগকারীর বাধ্যবাধকতা:

ক. কোনো বিশেষ পেশাকে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশা হিসাবে ঘোষণা করার পরে প্রতিষ্ঠান অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশাসমূহের তালিকা, অনুরূপ পেশায় বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষানবিশ গ্রহণের সংখ্যা তালিকা আকারে কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন। প্রতিষ্ঠান তাঁর ভৌত সুযোগ-সুবিধা ও সামর্থ বিবেচনা করে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

খ প্রয়োজনীয় জনবলসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ বিভাগ/সেল/কমিটি প্রতিষ্ঠিত করবেন;

গ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম পরিচালনা, তদারকি এবং প্রশিক্ষণমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেশাভিত্তিক একজন সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষক সুপারভাইজার নিয়োগ করবেন। এ প্রশিক্ষক সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে নিয়োগপত্রে উল্লেখ করতে হবে এবং নিয়োগের কপি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

ঘ. ২০ (বিশ) জনের বেশি কিন্তু ১০০ (একশত) জনের কম অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োজিত রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফোরম্যান বা সুপারভাইজারকে দায়িত্ব প্রদান করে তাঁর অধীন সার্বক্ষণিক অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। অ্যাপ্রেন্টিস এবং প্রশিক্ষকের অনুপাত হবে ২০:১। বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় একজন প্রশিক্ষকের অধীনে অ্যাপ্রেন্টিসের সংখ্যা ২০% বৃদ্ধি করা যাবে;

ঙ. ২৪ (চব্বিশ) জন বা তার চেয়ে কম অ্যাপ্রেন্টিস থাকলে একজন প্রশিক্ষক (যিনি ফোরম্যান/ সুপারভাইজার হতে পারবেন) এবং অ্যাপ্রেন্টিসশীপ তদারকির জন্য প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তাকে স্বাভাবিক দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করতে হবে;

চ. নির্ধারিত সময়ের পরে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশায় কোনো ব্যক্তিকে চুক্তিভুক্ত করা হলে অনুরূপ নিয়োগের ত্রিশ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করাসহ নিবন্ধনচুক্তি সম্পন্ন করতে হবে;

ছ. কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে;

জ. প্রত্যেক মালিক তার প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম শুরু এবং অনুমোদনের জন্য অ্যাপ্রেন্টিসদের তালিকা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন;

ঝ. মালিক অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম নিজ খরচে বা প্রকল্প সহায়তা/দাতা সংস্থা/ সরকারি-বেসরকারি অন্য কোনো উৎস থেকে অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করবেন;

ঞ. প্রতিবন্ধী, নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের অ্যাপ্রেন্টিসদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করবেন;

ট. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যাতিরেকে এমন কোনো ব্যক্তিকে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে নিযুক্ত করবেন না যিনি অন্য মালিকের/নিয়োগকারীর অধীনে অ্যাপ্রেন্টিস ছিলেন যা তিনি পরিত্যাগ করেছেন অথবা শৃঙ্খলা ভংগের কারণে মালিক/নিয়োগকারী কর্তৃক অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম থেকে বাদ পড়েছেন; এবং

ঠ. মালিক/নিয়োগকারীগণ অ্যাপ্রেন্টিস এবং বেসিক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির সকল শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৬। অ্যাপ্রেন্টিসদের বাধ্যবাধকতা:

অ্যাপ্রেন্টিসগণ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ চলাকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মেনে চলবেন:

ক. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশার জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব যথাযথভাবে অর্জনের লক্ষ্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন এবং অ্যাপ্রেন্টিসশীপ এর মেয়াদ শেষে কর্তৃপক্ষের অ্যাসেসমেন্টে (Assessment) অংশগ্রহণ ও সনদপ্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেকে একজন দক্ষ কর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন;

খ. মালিক কর্তৃক প্রণীত কর্মসূচী অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়মিত হাজির থাকবেন;

গ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ বিষয়ে মালিক অথবা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত সকল আইনানুগ আদেশ-নির্দেশ মেনে চলবে এবং অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চুক্তির অধীন তাঁর দায়-দায়িত্ব পালন করবেন;

ঘ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সময়ে ক্রমোন্নতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সময় সময় গৃহীত অ্যাসেসমেন্টে (Assessment) অংশ নিতে বাধ্য থাকবেন;

ঙ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান/মালিকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে এবং প্রতিষ্ঠান/মালিকের নিকট থেকে প্রতিকার না পাওয়া গেলে অ্যাপ্রেন্টিস/গণ প্রতিকারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন;

চ. কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব-অনুমোদন ব্যতিরেকে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ ছেড়ে যাবেন না; এবং

ছ. কোনো অ্যাপ্রেন্টিস উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে অথবা স্বেচ্ছায় অ্যাপ্রেন্টিসশীপ ত্যাগ করলে, অথবা অনিচ্ছাকৃত কারণ ব্যতিত তাঁর প্রশিক্ষণের উন্নতি সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বিরূপ রিপোর্ট পাওয়া গেলে, অথবা অবাধ্যতা, বিধি লংঘন, কাজে/ প্রশিক্ষণে অনুপস্থিতি, কর্তব্য-কর্মে অবহেলা করলে তিনি বা ক্ষেত্রমত তাঁর পিতা বা অভিভাবক বা জামিনদার এককভাবে বা যৌথভাবে চুক্তিদ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

২৭। বেসিক ট্রেনিং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা:

মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মেনে চলবেন:

ক. বেসিক ট্রেনিং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধিত এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য স্বীকৃতি (Accreditation) প্রাপ্ত হতে হবে;

খ. কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

গ. মালিকের/ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকতে হবে;

ঘ. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে; এবং

ঙ. প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সর্বদা সচল রাখতে হবে।

২৮। শিল্প দক্ষতা পরিষদের দায়িত্ব:

শিল্প দক্ষতা পরিষদ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে:

ক. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ যোগ্য পেশা নির্বাচনে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করবে;

খ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে;

গ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ পরবর্তী জব-প্লেসমেন্ট ও নিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করবে;

ঘ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অ্যাসেসমেন্ট সম্পাদনে কর্তৃপক্ষকে চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে; এবং

ঙ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২৯। ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব:

ক. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ ও চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণে অ্যাপ্রেন্টিস ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করবে।

খ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৩০। রেকর্ড সংরক্ষণ:

মালিক/নিয়োগকারী অ্যাপ্রেন্টিসশীপ রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য নিমোক্তভাবে দায়িত্ব পালন করবেন:

ক. অ্যাপ্রেন্টিসশীপ রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন;

খ. প্রত্যেক অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ লগবই ইস্যু করে তাঁদের দৈনিক/সাপ্তাহিক সম্পাদিত কাজের বিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন; এবং

গ. অ্যাপ্রেন্টিসশীপের প্রতিটি স্তরের কার্যক্রম শেষে অ্যাসেসমেন্টকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত অ্যাসেসরের নিকট যথাযথভাবে পূরণকৃত লগবই জমা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

৩১। আয়কর সুবিধা:

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রম পরিচালনা জন্য মালিক কর্তৃক ব্যয়িত সকল অর্থের আয়কর প্রদানের বিষয়ে এনবিআর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৩২। জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ:

ক. মালিকগণ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সংক্রান্ত জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন স্থানীয় এলাকাসহ জাতীয় পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন;

খ. কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা/ সেমিনার/কর্মশালা/পথসভা আয়োজন করবে এবং প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত তথ্য প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

গ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, শিল্প দক্ষতা পরিষদ, ব্যবসায়িক সংগঠন, শিল্প প্রতিষ্ঠান, এসটিপি, বেসিক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ নিজস্ব ওয়েবসাইটে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত তথ্য প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩৩। অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়ন:

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের প্রতিটি স্তর সফলভাবে সমাপ্ত হলে প্রতিষ্ঠান অ্যাপ্রেন্টিসদের অ্যাসেসমেন্টের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করবে। কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত অ্যাসেসমেন্ট টুলস এবং মনোনীত অ্যাসেসর দ্বারা সংশ্লিষ্ট গাইডলাইন অনুসারে অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অ্যাসেসমেন্টে কম্পিটেন্ট অ্যাপ্রেন্টিস/অ্যাপ্রেন্টিসদের বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় জাতীয় দক্ষতা সনদসহ অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সনদ প্রদান করা হবে।

৩৪। নির্দেশিকা সংশোধন/পরিমার্জন/অস্পষ্টতা দূরীকরণ:

ক. কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনের নিরিখে গাইডলাইনটিকে সময় সময়ে পর্যালোচনা এবং সংশোধন, পরিমার্জন ও হালনাগাদ করতে পারবে।

খ. কর্তৃপক্ষ গাইডলাইনে উল্লেখিত যে কোন পরিভাষা বা বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান বা অস্পষ্টতা দূরীকরণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

তফশিল

ফরম-১

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চুক্তি

২০.....সনের.....তারিখ.....(প্রতিষ্ঠানের নাম)

.....অতঃপর মালিক/নিয়োগকারী হিসেবে উল্লিখিত, এবং .....(অ্যাপ্রেন্টিসের নাম)

পিতাঃ.....মাতাঃ.....

এনআইডি/ জন্ম নিবন্ধন নম্বরঃ.....

বর্তমান ঠিকানাঃ.....

স্থায়ী ঠিকানাঃ.....

অতঃপর অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে উল্লিখিত এবং জনাব/বেগম.....

পিতা/মাতা/আইনানুগ অভিভাবকের নামঃ.....

বর্তমান ঠিকানাঃ.....

স্থায়ী ঠিকানাঃ.....

অতঃপর পিতা/মাতা বা আইনানুগ অভিভাবক হিসেবে উল্লিখিত, এদের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হলো।

যেহেতু এই অ্যাপ্রেন্টিস ..... (পেশার নাম) .....(প্রতিষ্ঠানের নাম) অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে প্রশিক্ষিত হইতে আগ্রহী; সেহেতু মালিক উক্ত আগ্রহ বিবেচনা করে এই ব্যক্তিকে অত্র প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কার্যক্রমের শর্তাবলী অনুসারে ও সাপেক্ষে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য গ্রহণ করলেন।

অ্যাপ্রেন্টিস জনাব/বেগম .....বিশ্বস্ততার এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে অত্র চুক্তিতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ করিতে সম্মত হয়েছেন।

অ্যাপ্রেন্টিসের পিতা/মাতা/আইনানুগ অভিভাবক এতদ্বারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে অ্যাপ্রেন্টিস অত্র চুক্তি মেনে চলছে কিনা এবং কর্তব্য পালন করছে কিনা তা দেখার জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ করলেন।

মালিকের/নিয়োগকারীর সঙ্গে উপরোক্ত কার্যক্রমে ধার্যকৃত অ্যাপ্রেন্টিসশীপ এর মেয়াদ শুরু হবে ২০.....সনের ..... তারিখে এবং সমাপ্তি হইবে ২০.....সনের .....তারিখে।

অত্র অ্যাপ্রেন্টিসশীপ কেবলমাত্র মালিক ও অ্যাপ্রেন্টিস এর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে এবং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে পরিসমাপ্ত হবে।

উপরোক্ত বর্ণনা সত্ত্বেও, অ্যাপ্রেন্টিস তাঁর প্রশিক্ষণ কাজে সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রদর্শন না করলে অথবা শৃঙ্খলাজনিত কারণে আইন অনুসারে মালিক/নিয়োগকারী কর্তৃক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্বাহ্নেই আলোচনাক্রমে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ অবসান করার ক্ষমতা থাকবে।

মালিক/নিয়োগকারী কর্তৃক অত্র চুক্তির শর্তাবলী পূরণ করা সত্ত্বেও কোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্রেন্টিস তাঁর প্রশিক্ষণ গ্রহণের মেয়াদের মধ্যে এককভাবে মালিক/নিয়োগকারীর প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে গেলে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ চুক্তিভঙ্গের পূর্ববর্তী মাসসমূহের মালিক/নিয়োগকারী কর্তৃক ভাতা হিসেবে ব্যয়কৃত অর্থ মালিককে/নিয়োগকারীকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

যে কোন পক্ষ, যে কোন সময় কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে অত্র চুক্তির যে কোন অংশের ব্যাখ্যার জন্য কর্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা অন্য সকল পক্ষ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

এতদ্বার্থে পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রের তিন কপিতে তাঁদের নাম, স্বাক্ষর ও সীলমোহর দিলেন।

(প্রতিষ্ঠানের নাম) ..... পক্ষে
মালিক/নিয়োগ কর্তার স্বাক্ষর
স্বাক্ষর .....

.....
(পিতা/মাতা/আইনানুগ অভিভাবক)
**[অ্যাপ্রেন্টিস ১৮ বছরের নিম্নে হইলে প্রযোজ্য।]

.....
(স্থায়ী ঠিকানা)

ফরম-২
উপস্থিতি ও অ্যাসেসমেন্ট ফলাফল

প্রতিষ্ঠানের নামঃ.....

বর্তমান ঠিকানাঃ.....

অ্যাপ্রেন্টিস এর নামঃ.....

এনআইডি/জন্ম নিবন্ধন সনদ নম্বর: .....

পিতার নামঃ .....

মাতার নামঃ .....

স্থায়ী ঠিকানাঃ.....

.....

.....

রেজিস্ট্রেশন নং ....., অ্যাপ্রেন্টিস পেশা.....,

স্তর (লেভেল) .....

প্রতিষ্ঠানের অ্যাপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণের
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তারিখ: .....

ক-মাসিক উপস্থিতি রেকর্ড

মাস	তাত্ত্বিক সেশন	কতগুলো সেশনে উপস্থিত হয়েছেন	ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সেশন	মোট কতটি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন	মন্তব্য	ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক/ সুপারভাইজারের স্বাক্ষর

খ- ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ফলাফল

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	ফলাফল		ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক/সুপারভাইজারের মন্তব্য ও স্বাক্ষর
		কম্পিটেন্ট	নট ইয়েট কম্পিটেন্ট	
(১)	(২)	(৩)		(৪)

গ- সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ফলাফল

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	ফলাফল		ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক/সুপারভাইজারের মন্তব্য ও স্বাক্ষর
		কম্পিটেন্ট	নট ইয়েট কম্পিটেন্ট	
(১)	(২)	(৩)		(৪)

ফরম-৩

প্রত্যয়নপত্র

(প্রতিষ্ঠানের নাম).....

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে .....

পিতাঃ.....মাতাঃ.....

মেসার্স.....এর.....পেশার.....

স্তরের/ লেভেলে একজন অ্যাপ্রেন্টিস ।

তাঁর রেজিস্ট্রেশন নং.....

এনআইডি/জন্মসনদ নং.....

২০ ..... সনের .....মাসে নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অনুষ্ঠিত..... লেভেলের চূড়ান্ত অ্যাপ্রেন্টিসশীপ অ্যাসেসমেন্ট-এ কৃতকার্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ..... অ্যাপ্রেন্টিসশীপ .....বছর মেয়াদী ছিল।

মালিক/নিয়োগকারী বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তারিখ .....

ফরম-৪

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ রেজিস্টার

প্রতিষ্ঠানের নামঃ .....

ঠিকানাঃ .....

ক্র.নং	অ্যাপ্রেন্টিস -এর নাম	অ্যাপ্রেন্টিস নিবন্ধন নং	পিতা/মাতা/ স্বামীর নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা	জন্ম তারিখ	এন আইডি নং	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.

অ্যাপ্রেন্টিসশীপ পেশা	স্তর (Level)	যোগদানের তারিখ	অ্যাপ্রেন্টিসশীপ মেয়াদ (বছর)	ছুটি	কোর্স সমাপ্তির তারিখ	ভাতা		মন্তব্য
						মাসিক হার	মোট পরিমাণ	
১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৬.	১৭.

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd